গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পার্বত্য জেলা পরিষদ
খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।
www.khdc.gov.bd

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার অনুষ্ঠিত এনজিও বিষয়ক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি ঃ জনাব মংসুইপ্রু চৌধুরী, চেয়ারম্যান, পার্বত্য জেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।
সভার তারিখ ও সময় ঃ ২২ আগস্ট, ২০২২খ্রি. সকাল : ১১. ০০ ঘটিকা।
স্থান ঃ সম্মেলন কক্ষ, পার্বত্য জেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।
আলোচনার সময়কাল ঃ মে হইতে জুলাই/২০২২খ্রি. পর্যন্ত।

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তা/এনজিও প্রতিনিধিদের নামের তালিকা পরিশিষ্ট "ক"-তে প্রদর্শিত হলো।

সভাপতি সভায় উপস্থিত সকল সদস্যকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করা হয়। সভাপতির অনুমতিক্রমে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি), জনাব গোলাম মো: বাতেন আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিগত সভার কার্যবিবরণী পাঠ করে শুনান এবং এতে কোন সংশোধনী প্রস্তাব না থাকায় কার্যবিবরণীটি সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়করণ করা হয়। অতপর: সভায় নিম্নরুপ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়:

<table>
<tr><th>ক্রঃ নং</th><th>এনজিও এর নাম ও কার্যক্রমের বিষয়ে আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নে</th></tr>
<tr><td>০১.</td><td>
<u>আনন্দ</u> ঃ উপস্থিত প্রতিনিধি আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, জনাব বিজয় কৃষ্ণ বালা তাঁদের উন্নয়ন কার্যক্রমের বাস্তব চিত্র তুলে ধরেন। তিনি জানান যে, তাঁদের বর্তমানে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় ৮টি উন্নয়মূলক প্রকল্প চলমান রয়েছে। তিনি প্রকল্প গুলোর কার্যক্রম ও অগ্রগিত নিম্নরুপভাবে তুলে ধরেন:
প্রকল্পের নাম ঃ
1. Vocational Training Center for the poor Community at Hilly Khagrachari Project.
2. Girls Hostel and Tailoring Training at Khagrachari Project.
3. Anando pre-school program.
4. Regional Programme for scaling up Multi-Sectoral approach for Nutrition Smart Village in Bangladesh.
5. Sustainable Credit and Development program.
6. Basic Literacy Project
7. The Provision of Development Support Service to Women Under the Vulnerable Group Development Program (VGD)
8. Out of School Chidren Education Program (PEDP-4)
1. Vocational Training Center for the poor Community at Hilly Khagrachari Project: এই প্রকল্পটি খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় Die Licht brucke-Germany এর ১,৩৫,০৭,৪৪৫/- টাকা আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত হয়ে আসছে। কর্মমূখী কারিগরী প্রশিক্ষণ যেমন- ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স, মেকানিক্যাল, ওয়েল্ডিং ও টেইলরিং (মহিলাদের জন্য) প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি, চাকুরী ও ব্যবসায় উৎসাহিত করা এবং আত্বনির্ভরশীল হতে অতুলনীয় ভূমিকা পালন করে থাকে।
প্রকল্পের অগ্রগতি:
<table>
<tr><th>ক্র: নং</th><th>কার্যক্রমের বিবরণ</th><th>লক্ষ্যমাত্রা</th><th>অর্জন</th><th>মন্তব্য</th></tr>
<tr><td>০১</td><td>ছাত্রভর্তি</td><td>৭৫ জন</td><td>৭৫ জন</td><td></td></tr>
<tr><td>০২</td><td>প্রশিক্ষণ ক্লাশ</td><td>৪৬ দিন</td><td>৪৬ দিন</td><td></td></tr>
<tr><td>০৩</td><td>কম্পিউটার প্রশিক্ষণ</td><td>৪৬ দিন</td><td>৪৬ দিন</td><td>সকল ট্রেড</td></tr>
</table>
2. Girls Hostel and Tailoring Training at Khagrachari Project: এই প্রকল্পটি খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় Die Licht brucke-Germany এর ২৪,২৭,৯০০/- টাকা আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত হয়ে আসছে। স্ট্রেনদেনিং অফ সেলফ এসটিম, স্ট্রেনদেনিং অফ সোস্যাল স্কিলস, এমপাওয়ারমেন্ট, ওমেন্স রাইট এবং বাংলা ও ইংরেজী বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। এছাড়াও প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে কারিগরী বই প্রদান এবং আত্মনির্ভরশীল হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়তা করে থাকে।
প্রকল্পের অগ্রগতি:
<table>
<tr><th>ক্র: নং</th><th>কার্যক্রমের বিবরণ</th><th>লক্ষ্যমাত্রা</th><th>অর্জন</th><th>মন্তব্য</th></tr>
<tr><td>০১</td><td>গার্লস হোস্টেলে ছাত্রী ভর্তি</td><td>৩০ জন</td><td>৩০ জন</td><td></td></tr>
<tr><td>০২</td><td>প্রশিক্ষণ ক্লাশ</td><td>৪৬ দিন</td><td>৪৬ দিন</td><td></td></tr>
<tr><td>০৩</td><td>কম্পিউটার প্রশিক্ষণ</td><td>৪৬দিন</td><td>৪৬ দিন</td><td></td></tr>
</table>
3. Anando pre-school program: প্রকল্পটি নিজস্ব অর্থায়নে (সংশোধিত ৫,০০,০০০/- টাকা) খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার দীঘিনালা উপজেলায়- বোয়ালখালী, মেরুং ও কাবাখালী ইউনিয়ন এবং রাঙ্গামাটি জেলার সদও ইউনিয়নে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
প্রকল্পের অগ্রগতি:
<table>
<tr><th>ক্র: নং</th><th>কার্যক্রমের বিবরণ</th><th>লক্ষ্যমাত্রা</th><th>অর্জন</th><th>মন্তব্য</th></tr>
<tr><td>০১</td><td>ক্লাশ</td><td>৬২৪</td><td>৬২৪</td><td rowspan="3">১লা মার্চ ২০২২ থেকে চালু করা হয়েছে।</td></tr>
<tr><td>০২</td><td>কমিটি মিটিং</td><td>২৬</td><td>২৩</td></tr>
<tr><td>০৩</td><td>এ্যানিমেটর মিটিং</td><td>০৪</td><td>০৪</td></tr>
</table>
</td><td>দ্বি-মাসিক (আগস্ট-সেপ্টেম্বর/২০২২খ্রি.) অগ্রগতির প্রতিবেদন ৫ই অক্টোবর/২২খ্রি. তারিখের মধ্যে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।</td><td>আনন্দ, খাগড়াছড়ি।</td></tr>
</table>

০৪	সুপারভাইজার কর্তৃক শিশুশিক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন	২৬	২৩	

4. Regional Programme for scaling up Multi-Sectoral approach for Nutrition Smart Village in Bangladesh: প্রকল্পটি ওয়েলথহাঙ্গার হিলফ্, জার্মানী'র অর্থায়নে (২,৪২,৮২,৪৪০/- টাকা) খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার দীঘিনালা উপজেলায়- মেরুং ও কাবাখালী ইউনিয়নে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

প্রকল্পের অগ্রগতি:

ক্র: নং	কার্যক্রমের বিবরণ	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	মন্তব্য
০১	ফলোআপ পুষ্টি ক্যাম্প	১০ টি	১০ টি	
০২	মডেল সিফ্স ফার্ম স্থাপন	৫০ টি	৩৫ টি	
০৩	পুষ্টি বাগান স্থাপন	২০০ পরিবার	১৯০ পরিবার	
০৪	লেন পিএল এর প্রশিক্ষণ	৬০টি	৬০টি	
০৫	এনএসএমপি ট্রেনিং	৩টি	৪ টি	

5. Sustainable Credit and Development programe: এই প্রকল্পটি Licht brucke Germany অর্থায়নে (৫,০০,০০,০০০/- টাকা) খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায়- খাগড়াছড়ি সদর, দীঘিনালা, রামগড় ও মাটিরাঙ্গা উপজেলায় কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে দরিদ্র জনগোষ্ঠীদেরকে সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করা।

প্রকল্পের অগ্রগতি:

ক্র. নং	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
০১	সমিতি গঠন	১ টি	১ টি
০২	নতুন সদস্য ভর্তি	২৭১ জন	২১৩ জন
০৩	সঞ্চয় আদায়	৪৪,৩২,০৩১/-	৪২,৯৩,০৯৫/-
০৪	সঞ্চয় ফেরত	২৫,৭৫,৮৫৭/-	৪০,২১,৩৬১/-
০৫	ঋণ বিতরণ	২,৮৯,৩৭,০০০/-	২,৭৬,০০,০০০/-
০৬	ঋণ আদায়	৩,২৯,৯৮,৫০৮/	৩,২১,৯৮,৫০৮/-

6. Basic Literacy Project: প্রকল্পটি খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার- পানছড়ি ও মাটিরাঙ্গা উপজেলায় ২,৩৯,৫৮,০০০/- টাকা ব্যয়ে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

প্রকল্পের অগ্রগতি:

ক্র: নং	কার্যক্রমের বিবরণ	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	মন্তব্য
০১	শিখন কেন্দ্রের পাঠদান কার্যক্রম মনিটরিং করা	৬০০ টি কেন্দ্র	৬০০ টি কেন্দ্র	
০২	সিএমসি কমিটি গঠন করা	৬০০ টি কেন্দ্র	৬০০ টি কেন্দ্র	
০৩	সিএমসি কমিটির সাথে মাসিক মিটিং করা	৬০০ টি কেন্দ্র	৬০০ টি কেন্দ্র	
০৩	শিখন কেন্দ্র পাঠদান কার্যক্রম সম্পর্কে ইউএনও মহোদয় কে অবহিত করা এবং পরিদর্শন করোনা।	৬০০ টি কেন্দ্র	৬০০ টি কেন্দ্র	

7. The Provision of Development Support Service to Women Under the Vulnerable Group Development Program (VGD): এই প্রকল্পটি মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ এর অর্থায়নে (২৬,৪৭,৯৬২/- টাকা) পানছড়ি, দীঘিনালা ও রাঙ্গামাটি জেলার রাজস্থলী উপজেলায় কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

প্রকল্পের অগ্রগতি:

ক্র. নং	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
০১	ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা	৭৫ টি	৭ টি
০২	মা ও শিশুর স্বাস্থ্য, খাদ্য ও পুষ্টি	৭৫ টি	৭৫ টি
০৩	নারীর ক্ষমতায়ন	৭৫ টি	৭৫ টি
০৪	শিশু ও নারী পাচার এবং বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ	৪৫টি	৪৫টি
০৫	সঞ্চয় সংগ্রহ করার সহযোগীতা	৩ টি উপজেলা	৩ টি উপজেলা
০৬	প্রতিমাসে চাউল বিতরনে সময় সহযোগীতা	৩ টি উপজেলা	৩ টি উপজেলা

8. Out of School Chidren Education Program (PEDP-4) ঃ এটি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ এর অর্থায়নে (১,৫০,০০,০০০/- টাকা) খাগড়াছড়ি জেলার মাটিরাঙ্গা উপজেলায় কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বিদ্যালয়ে মানসম্মত শিখন পদ্ধতি, শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করা, প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন যাতে প্রাথমিক শিক্ষা পদ্ধতি, দক্ষতা ও সমতা সৃষ্টি এবং ন্যায়সঙ্গত মানের শিক্ষা অর্জন করাই হচ্ছে এর মূল উদ্দেশ্য। প্রকল্পের অগ্রগতি:

ক্র. নং	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
০১	সার্ভে করনের মাধ্যমে ছাত্র/ছাত্র নির্বাচন করা	২১০০ টি	২১০০ টি
০২	শিখনকেন্দ্র নির্বাচন করা	৭০ টি	৭০ টি
০৩	শিক্ষক নিয়োগ করা	৭০ জন	৭০ জন
০৪	সুপারভাইজার নিয়োগ করণ	০৫ জন	০৫ জন

০২.	জাবারাং কল্যাণ সমিতি ঃ উপস্থিত প্রতিনিধি প্রশাসনিক কর্মকর্তা, জনাব ধনেশ্বর ত্রিপুরা জানান যে, তাঁদের সংস্থা বর্তমান ৬টি উন্নয়নমূলক প্রকল্প চলমান রয়েছে। প্রকল্পের নাম- ১। সেতু-এমএলই, ২। আওয়ার লাইভস্, আওয়ার হেলথ, আওয়ার ফিউচারস, ৩। ওয়াই-মুভস, ৪। সফল, ৫। জেলা স্বাস্থ্য অধিকার ফোরাম ও ৬। পিইডিপি-৪ সাব কম্পোনেন্ট আউট অব স্কুল চিলড্রেন। ১। সেতু-এমএলই ঃ এই প্রকল্পটি মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ এর অর্থায়নে (১,৪২,৭৬,১০৯/- টাকা) খাগড়াছড়ি সদর, পানছড়ি ও মহালছড়ি উপজেলায় দুর্গম এলাকায় চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা শিশুদের মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনে অবদানে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	দ্বি-মাসিক (আগস্ট-সেপ্টেম্বর/২০২২খ্রি.) অগ্রগতির প্রতিবেদন ৫ই অক্টোবর/২২খ্রি. তারিখের মধ্যে খাগড়াছড়ি পার্বত্য	জাবারাং কল্যাণ সমিতি, খাগড়াছড়ি।

<table>
<tr>
<td></td>
<td>প্রকল্পের অগ্রগতিঃ অনলাইন প্রতিযোগীতায় পুরস্কার বিতরণ সভা-১টি, অংশগ্রহণকারী ৮০ জন, এমএলই পাঠদান বিষযক পরিকল্পনা সভা-১টি, অংশগ্রহণকারী ৮২ জন, বেসরকারি শিক্ষক ও এমএলই কমিউনিটি শিক্ষকদেও সাথে রুটিন ডেভেলপমেন্ট বিষয়ক সভা-১টি, অংশগ্রহণকারী ২০জন এবং মনিটরিং ভিজিট -১টি, অংশগ্রহণকারী ২০০ জন এবং প্রকল্প সমাপনী সভা-২টি, অংশগ্রহণকারী ১৩৩জন।
২। Our Lives, Our Health, Our Future (OLHF)) ঃ এটি বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ ও সিমাভি, নেদ্যারল্যান্ড এর অর্থায়নে (২,৭০,২৭,৩৯৬/- টাকা) খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায়- খাগড়াছড়ি সদর এর ১৮টি পাড়ায় ও পানছড়ি উপজেলায় ১২টি পাড়ায় যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার বিষযক কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
৩। ওয়াই-মুভস ঃ এই প্রকল্পটি সুইডিশ ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট কো অপারেশন এজেন্সি (সিডা) এর অর্থায়নে (৪৬,০৬,২৮৭/- টাকা) পেড়াছড়া ইউনিয়ন, খাগড়াছড়ি সদর এলাকায় কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এই প্রকল্পের লক্ষ্য হচ্ছে, প্রকল্পভুক্ত এলাকায় ১০-২৪ বছর বয়সী যুব সমাজ বিশেষ করে কিশোর-কিশোরী ও তরুণ-তরুণীরা তাদের জীবনকে প্রভাবিত করে প্রজনন স্বাস্থ্যের অধিকার ও শিশু সু-রক্ষা বিষয়ে নেতৃত্ব প্রদানে সক্ষমতা গড়ে তোলা এবং একটি গতিশীল ও একিভূত সুশীল সমাজ গঠনে ভূমিকা রাখা।
৪। সফল ঃ এটি ইউনাইটেড পারপাস বাংলাদেশ ও পেনি এ্যাপিল এর অর্থায়নে (১,৪১,২২,৮০৯/ টাকা) খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার পানছড়ি উপজেলায় কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে এতিম শিশুদের মানসম্মত শিক্ষা, পরিবারের আর্থিক নিরাপত্তা, ওয়াশ ও পুষ্টি চাহিদা নিশ্চিত করা এবং সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর মানোন্নয়ন ও নাগরিকদের স্বাস্থ্য অধিকার বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করা।
৫। স্বাস্থ্য অধিকার ফোরাম ঃ এই কর্মসূচিটি খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার- খাগড়াছড়ি সদর ও মহালছড়ি উপজেলায় বাংলাদেশ হেলথ ওয়াচ এর আর্থিক সহায়তায় ১ আগস্ট/২১খ্রি. হতে পরিচালিত হয়ে আসছে। এই কর্মসূচীর মূল লক্ষ্য হচ্ছে জেলা সদর হাসপাতাল, উপজেলা হাসপাতার ও ইউনিয়ন পর্যায়ের কমিউনিটি ক্লিনিকের স্বাস্থ্য সেবার মানোন্নয়ন এবং নাগরিকদের স্বাস্থ্য অধিকার বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করা।
৬। পিইডিপি-৪ সাব কম্পোনেন্ট আউট অব স্কুল চিলড্রেন ঃ এই প্রকল্পটি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়-উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, পিইডিপি-৪ বাংলাদেশ এর অর্থায়নে (১,৯৯,১৮,৭০০০/- টাকা) বাস্তবায়নকারী সংস্থা-প্রোগ্রেসিভ, রাঙ্গামাটি এবং স্থানীয় উপ-বাস্তবায়নকারী সংস্থা-জাবারাং কল্যাণ সমিতি, খাগড়াছড়ি মাধ্যমে জেলার দীঘিনালা উপজেলায় কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুদের স্কুলমুখীকরণ।</td>
<td>জেলা পরিষদ ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>০৩.</td>
<td>খাগড়াপুর মহিলা কল্যাণ সমিতিঃ উপস্থিত প্রতিনিধি অর্থ ও প্রশাসনিক সমন্বয়কারী, জনাব যুগান্তর বিকাশ ত্রিপুরা জানান যে, খাগড়াপুর মহিলা কল্যাণ সমিতি কর্তৃক বর্তমানে ৪টি উন্নয়ন প্রকল্প চলমান রয়েছে। তিনি প্রকল্পের অগ্রগতি সহ চলমান কার্যক্রম সমূহ তুলে ধরেন। প্রকল্পের নামঃ
ক. পার্বত্য অঞ্চলে বিকল্প উন্নয়নের জন্য কর্ম-গবেষণা ও সুশাসনের জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রকল্প
খ. আমাদের জীবন,আমাদের স্বাস্থ্য, আমাদের ভবিষ্যৎ
গ. প্রমোটিং রাইটস থ্রো মোবিলাইজেশন এন্ড এমপাওয়ারম্যান্ট (প্রাইম)
ঘ. খাগড়াছড়ি'র নারী ও কিশোরীদের ক্ষমতায়নে কর্মউদ্যোগ
ক. পার্বত্য অঞ্চলে বিকল্প উন্নয়নের জন্য কর্ম-গবেষণা ও সুশাসনের জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রকল্প ঃ এই প্রকল্পটি ব্রেড ফর ডি ওয়ার্ল্ড, জার্মানী অর্থায়নে (১,১৫,৬৪,৩৭০/- টাকা) খাগড়াছড়ি সদর উপজেলায় কার্যক্রম বাস্তবায়নের কাজ চলমান রয়েছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতার উপর কার্যকর জবাবদিহীতা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করা।
প্রকল্পের অগ্রগতি ঃ
<table>
<tr><th>ক্র. নং</th><th>যে বিষয়ে কার্যক্রম</th><th>সংখ্যা (অংগ্রহণকারী/সুবিধাভোগীর সংখ্যা)</th></tr>
<tr><td>০১</td><td>গ্রামের উদ্যোগ সমূহকে সহায়তা</td><td>০৮টি (অংশগ্রহণকারী-১২২জন)</td></tr>
<tr><td>০২</td><td>লার্নিংস এন্ড রিফ্লেকশন সেশান</td><td>১টি (অংশগ্রহণকারী-১৫ জন)</td></tr>
<tr><td>০৩</td><td>দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ</td><td>০২টি (অংশগ্রহণকারী-৪৪ জন)</td></tr>
<tr><td>০৪</td><td>জেলা নারী নেতৃত্বের সমন্বয় সভা</td><td>১টি (অংশগ্রহণকারী-২০ জন)</td></tr>
</table>
খ. আমাদের জীবন, আমাদের স্বাস্থ্য, আমাদের ভবিষ্যৎ ঃ এটি সিমাভি ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, নেদ্যারল্যান্ড এর সহযোগিতায় বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ, বাংলাদেশ এর নেতৃত্বে (২,৫৮,৮৯,৩১৩/- টাকা) খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায়- মহালছড়ি ও গুইমারা উপজেলায় কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামের যুবতী নারী ও কিশোরী মেয়েরা যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার, মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা এবং নারীর প্রতি সহিংসতামুক্ত/নির্যাতিনমুক্ত, মর্যাদাকর ও বৈষম্যমুক্ত জীবন যাপন করার লক্ষ্যে তাদের পদ্ধতিগত কারিগরি জ্ঞান ও প্রশাসনিক স্ব-ক্ষমতার জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি।
প্রকল্পের অগ্রগতি ঃ
<table>
<tr><th>ক্র. নং</th><th>পরিচালিত ও বাস্তবায়িত কার্যক্রমসমূহ</th><th>সংখ্যা (অংগ্রহণকারী/সুবিধাভোগীর সংখ্যা)</th></tr>
<tr><td>০১</td><td>২টি বিষয়ের উপর কিশোরী ক্লাবে সেশন পরিচালনা</td><td>৩০টি ক্লাব (১২০০ জন কিশোরী ও নারী)</td></tr>
<tr><td>০২</td><td>যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য, অধিকার এবং জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা ও বাল্যবিবাহ বিষয়ে কমিউনিটি পর্যায়ে সেশন পরিচালনা</td><td>৩০ টি (১২০০ জন)</td></tr>
</table>
</td>
<td>দ্বি-মাসিক (আগস্ট-সেপ্টেম্বর/২০২২খ্রি.) অগ্রগতির প্রতিবেদন ৫ই অক্টোবর/২২খ্রি. তারিখের মধ্যে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।</td>
<td>কে.এম.কে. এস. খাগড়পুর, খাগড়াছড়ি।</td>
</tr>
</table>

০৩	নিয়মিত কিশোরী ক্লাবের মাসিক সেশন প্রশিক্ষণ	৪ টি (৩০জন ফিমেল মেন্টর)
০৪	কিশোরী ক্লাবের সেশন পর্যবেক্ষন/পরিদর্শন করা	৫টি (প্রোগ্রাম অফিসার কাম ট্রেইনার)
০৫	রিফ্রেসার্স প্রশিক্ষণ পূনঃব্যবহারযোগ্য স্যানিটারী প্যাড তৈরী ও থিমেটিক	১টি
০৬	বিএনপিএস (দাতা সংস্থা) কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে প্রোগ্রাম ভিজিট	১টি
০৭	২৮মে আন্তর্জাতিক মাসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা দিবস উদযাপন	১টি (প্রায় ১৫০জন অংশগ্রহণকারী)
০৮	ক্লাষ্টার ভিত্তিক মাসিক সমম্বয় সভা	২ টি (৬ জন কর্মী)
০৯	পার্টনার ভিত্তিক প্রকল্প কর্মীদের মাসিক সমম্বয় সভা	১ টি (৮ জন কর্মী)
১০	জেলা প্রশাসক কর্তৃক ওএলএইচএফ প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন	১টি
১১	নিয়মিত মাসিক সাপোর্ট সেশন প্রশিক্ষণ	১ টি (৫ জন কর্মী অংশগ্রহণ করেন)
১২	উপজেলায় পর্যায়ে এনজিও মাসিক সমম্বয় সভায় অংশগ্রহণ	৪ টি (মহালছড়ি ও গুইমারা উপজেলা)

গ. প্রমোটিং রাইটস থ্রো মোবিলাইজেশন এন্ড এমপাওয়ারম্যান্ট (প্রাইম) ঃ এই প্রকল্পটি ব্রেড ফর ডি ওয়ার্ল্ড, জার্মানী অর্থায়নে (১৮,৬৯,২০০/- টাকা) খাগড়াছড়ি সদর উপজেলায় কার্যক্রম বাস্তবায়নের কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্প এলাকার বঞ্চিত নারীদের সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির পাশাপাশি নারী ও কন্যা শিশুর উপর সহিংসতার মাত্রা কমিয়ে আনার লক্ষ্যে উদ্বুদ্ধ করাই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

ঘ. খাগড়াছড়ি'র নারী ও কিশোরীদের ক্ষমতায়নে কর্মউদ্যোগ ঃ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার-খাগড়াছড়ি সদর ও গুইমারা উপজেলায় প্রান্তিক নারী ও কিশোরীদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার অর্জনে সহায়তাই এই প্রকল্পটির উদ্দেশ্য। এটি মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ এর ১,৪৪,১৫,৭৬৭/- টাকা অর্থায়নে ২২ মার্চ ২০২০খ্রি. হতে পরিচালিত হচ্ছে।

প্রকল্পের অগ্রগতি ঃ

ক্র.নং	পরিচালিত ও বাস্তবায়িত কার্যক্রমসমূহ	সংখ্যা (অংগ্রহণকারী/সুবিধাভোগীর সংখ্যা)
১.	নারী ও কিশোরী দলের মাসিক সভা	৪৮ টি (৯৬০ জন অংশগ্রহণকারী)
২.	এ্যাক্টিভিষ্ট ফোরামে সদস্যদের ত্রৈমাসিক সভা	১ টি (৩২ জন অংশগ্রহণকারী)
৩.	নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরন এবং লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতার বিরুদ্ধে জনসচেতনমূলক নাটক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান	
৪.	আইন সহায়তা কমিটি, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি, জেলা পর্যায়ে সরকারী সহায়তা নিয়ে পরামর্শ সভা	১টি (২৮ জন অংশগ্রহণকারী)
৫.	উপজেলা পর্যাযে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ, কৃষি বিভাগ, আইনি সহাযতা কমিটির সাথে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক	২টি (৫৬জন অংশগ্রহণকারী
৬.	অ্যাপেক্স ফোরামে অর্ধ-বার্ষিক সভা	১টি (২৩ জন অংশগ্রহণকারী)
৭.	মাসিক কর্মীসমম্বয় সভা	২ টি (১৮ জন অংশগ্রহণকারী)

০৪.	তৃণমূল উন্নয়ন সংস্থা ঃ সভায় উপস্থিত। কিন্তু তাঁদের কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি।	সংস্থার প্রধানকে নিয়মিত সভায় উপস্থিতসহ কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।	তৃণমূল উন্নয়ন সংস্থা, খাগড়াছড়ি।
০৫.	ব্র্যাক ঃ ব্র্যাক এনজিও সংস্থার উপস্থিত প্রতিনিধি জেলা সমন্বয়কারী, জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা জানান- তাঁর সংস্থা কর্তৃক বর্তমানে ৩টি উন্নয়নমূলক প্রকল্প/কর্মসূচি চলমান রয়েছে। কর্মসূচী গুলো হচ্ছে - ১। মাইক্রোফাইন্যান্স কর্মসূচি, ২। ম্যালেরিয়া নির্মূল কর্মসূচি ও ৩। যক্ষা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি এবং পরবর্তীতে তিনি সংস্থা কর্তৃক গৃহিত কার্যক্রম তুলে ধরেন। তিনি আরো জানান- তাঁর সংস্থা কর্তৃক বর্তমানে খাগড়াছড়ি জেলায় ৩টি কর্মসূচি চলমান রয়েছে। ১। মাইক্রোফাইন্যান্স কর্মসূচি ঃ ব্র্যাক মাইক্রোফাইন্যান্স (দাবি) ও মাইক্রোফাইন্যান্স (প্রগতি)। ব্র্যাক মাইক্রোফাইন্যান্স এ কর্মসূচীর মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করা হয়। ব্র্যাক মাইক্রোফাইন্যান্স (দাবি) কর্মসূচির অগ্রগতি ঃ মোট গ্রাম সংগঠন-৫৭০ টি, দুই মাসে মোট ঋণ বিতরণ-১৭৬৫ জনকে ৭৮৫.০০ লক্ষ টাকা, মোট ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা-২৪০৮ জন, ঋণের স্থিতি-৩৩২৫.৪০ লক্ষ টাকা, সঞ্চয় আমানত-২৩০৯০ জনের ২১৫৫.৩০ লক্ষ টাকা, অনাদায়ী (বকেয়া) ঋণ-৭০৩৫ জনের কাছে ৩৫.৪০ লক্ষ টাকা, সদস্য বা সদস্যের স্বামীর মৃত্যুজনিত বীমা প্রদান-০৯ জনকে ২.৮০ লক্ষ টাকা এবং সদস্য বা সদস্যের স্বামীর মৃত্যুজনিত কারণে ঋণ মওকুফ করা হয়-০৯ জনকে ২.৮০ লক্ষ টাকা। ব্র্যাক মাইক্রোফাইন্যান্স (প্রগতি) কর্মসূচির অগ্রগতি ঃ মোট সদস্য সংখ্যা-১৫৬০জন, দুই মাসে মোট ঋণ বিতরণ-২৫৫ জনকে ৪৫৬.৪০ লক্ষ টাক, মোট ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা-১১৭০ জন, ঋণের স্থিতি-১৪৮০.৬০ লক্ষ টাকা, সঞ্চয় আমানত-১৬০৩ জনের ৪৪৮০.৫০ লক্ষ টাকা এবং অনাদায়ী (বকেয়া) ঋণ-৪৮জনে কাছে ৪২৬.৫০ লক্ষ টাকা। ২। ম্যালেরিয়া নির্মূল কর্মসূচি ঃ ম্যালেরিয়া নির্মূলের লক্ষ্যে জাতীয় ম্যালেরিয়া নির্মূল কর্মসূচি ও ব্র্যাক যৌথভাবে কাজ করছে। কর্মসূচীর অগ্রগতি ঃ ম্যালেরিয়া রোগী সনাক্তের জন্য রক্ত পরীক্ষা-১৮৬১০ জনের, ম্যালেরিয়া রোগী সনাক্ত(পজেটিভ)- ১০ জন, ম্যালেরিয়া বিষয়ক ওরিয়েন্টশন ০৯টি এবং দীর্ঘস্থায়ী কীটনাশক যুক্ত মশারী বিতরণ হয়েছে-১৫,৪১৫ টি।	দ্বি-মাসিক (আগস্ট-সেপ্টেম্বর/২০২২খ্রি.) অগ্রগতির প্রতিবেদন ৫ই অক্টোবর/২২খ্রি. তারিখের মধ্যে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	ব্র্যাক, খাগড়াছড়ি।

<table>
<tr><td></td><td>৩। যক্ষা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি ঃ যক্ষা নিয়ন্ত্রণের জন্য জাতীয় যক্ষা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি ও ব্রাক যৌথ ভাবে কাজ করছে। কর্মসূচীর অগ্রগতি ঃ যক্ষা কফ পরীক্ষা-৩৫৬৫ জন, কফ পরীক্ষার মাধমে যক্ষা রেগী সনাক্ত (পজিটিভ)- ১৪০ জন, এক্স-রে এর মাধ্যমে যক্ষা পরীক্ষা-৬৭৫ জন, মোট চিহ্নিত যক্ষা রোগী-৫৫ জন, যক্ষা থেকে আরোগ্য রোগী-২১৮ জন, চিকিৎসাধীণ যক্ষা রোগী-৫৩৫ জন এবং যক্ষা এক্স-রে পরীক্ষার ক্ষেত্রে আর্থিক সাপোর্ট প্রদান (দারিদ্রদেরকে)- ৪৭ জনকে ২১৮৯০ টাকা এবং যক্ষা বিষয়ক ওরিয়েন্টশন হয়েছে ১২টি।</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>০৬.</td><td><u>ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) ও সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক)</u> ঃ সমন্বয় সভায় উপস্থিত এরিয়া কোঅর্ডিনেটর, জনাব মোঃ আবদুর রহমান জনান- সনাক মূলত উন্নয়নের জন্য সরকারি নীতি/ আইন, প্রক্রিয়া, চর্চা এবং ভুলের দৃষ্টান্ত ইত্যাদি সংস্কারের জন্য প্রবর্তক ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় জনগণের চাহিদা তৈরী এবং দুর্নীতি মোকাবেলা করতে জনগণের সামর্থ্যকে শক্তিশালী করা। তিনি আরো জানান- তাঁদের সংস্থা বর্তমানে Participatory Action aginst Corruption towards Transparency & Accountability (PACTA) নামে ১টি প্রকল্প FCDO (DFID), Embassy of Denmark, SIDA and SDC এর অর্থায়নে (১ এপ্রিল ২০২২ থেকে-৩১/১২/২০২২) ৪,৭১,৭০০/- টাকা ব্যয়ে খাগড়াছড়ি জেলার সদর উপজেলায় উন্নয়মূলক কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
আলোচ্য সময়ে গৃহীত কার্যক্রমসমূহ ঃ
<table>
<tr><th>ক্র. নং</th><th>যে বিষয়ে কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে তার নাম</th><th>সুবিধাভোগী/প্রশিক্ষণার্থী/গ্রাহক/কর্মশালা...সংখ্যা</th><th>মন্তব্য</th></tr>
<tr><td>ক.</td><td>এনগেজমেন্ট অব সনাক মেম্বারস</td><td>০২ টি, উপস্থিতি: ২৮(নারী: ৫, পুরুষ: ২৩)জন</td><td></td></tr>
<tr><td>খ.</td><td>এনগেজমেন্ট অব ইয়েস মেম্বারস</td><td>০২ টি, উপস্থিতি: ২ (নারী: ১১, পুরুষ: ১৮)জন</td><td></td></tr>
<tr><td>গ.</td><td>জেলা শিক্ষা কর্তৃপক্ষের সাথে সনাক এর মতবিনিময় সভা</td><td>০১ টি, উপস্থিতি: ১৬ (নারী: ০১, পুরুষ: ১৫)জন</td><td></td></tr>
<tr><td>ঘ.</td><td>উপজেলা শিক্ষা কর্তৃপক্ষের সাথে সনাক এর মতবিনিময় সভা</td><td>০১ টি, উপস্থিতি: ২৬(নারী: ০৮, পুরুষ: ১৮)জন</td><td></td></tr>
<tr><td>ঙ.</td><td>উপজেলা ভূমি কর্মকর্তাদের সাথে সনাক এর মতবিনিময় সভা</td><td>০১ টি, উপস্থিতি: ১৩(নারী: ৫, পুরুষ: ১৮)জন</td><td></td></tr>
<tr><td>চ.</td><td>বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপন উপলক্ষে মানবন্ধন</td><td>০১ টি, উপস্থিতি: ৯৩(নারী: ৫৭, পুরুষ: ৩৬)জন</td><td></td></tr>
<tr><td>ছ.</td><td>প্যাক্টা প্রকল্প অবতিকরণ সভা</td><td>০১ টি, উপস্থিতি: ৫৭(নারী: ১৪, পুরুষ: ৪৩)জন</td><td></td></tr>
<tr><td>জ.</td><td>প্রকল্প সম্পর্কে ওরিয়েন্টেশন প্রদান</td><td>০১ টি, উপস্থিতি: ৩৮(নারী: ১৩, পুরুষ: ২৫)জন</td><td></td></tr>
</table></td><td>দ্বি-মাসিক (আগস্ট-সেপ্টেম্বর/২০২২খ্রি.) অগ্রগতির প্রতিবেদন ৫ই অক্টোবর/২২খ্রি. তারিখের মধ্যে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।</td><td>টিআইবি ও সনাক, খাগড়াছড়ি</td></tr>
<tr><td>০৭.</td><td><u>প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র</u> ঃ উপস্থিত প্রতিনিধি বিভাগীয় ব্যবস্থাপক, জনাব মোঃ আনোয়ারুজ্জামান জানান, তাঁদের সংস্থা নিজস্ব অর্থায়নে আয় ও কর্মসংস্থান মূলক কর্মসূচী অর্থ্যাৎ ক্ষুদ্র ব্যবসা, কুঠির শিল্প, বিবিধ উৎপাদন, কৃষি প্রকল্প, দোকান ব্যবসা, রিক্সা/ভ্যান, গবাদি পশু প্রতিপালন, ব্রয়লার প্রতিপালন, কাচামাল ব্যবসায় ঋণ প্রদান করে থাকে। আলোচ্য সময়ে গৃহীত কার্যক্রমসমূহ ঃ ১৮০১ জন সদস্যের মাঝে ঋণ বিতরনের পরিমাণ ৬,০৯,৩০,০০০/- টাকা, সঞ্চয় আদায় ১,৩০,৫৫,২৫০/- টাকা, ঋণ আদায় ৬,০০,৫৭,৮৮৩/- টাকা, নতুন সদস্য ভর্তি ১৫৩ জন, সঞ্চয় ফেরত ৭২,১০,৩৬৫/- টাকা, মেয়াদ উর্ত্তীণ ঋণ ৭১,০৩,২০৫/-টাকা, মোট সদস্য সংখ্যা ১০৬৬২জন এবং আদায়ের হার ৯৮%। এছাড়াও অন্যান্য দাপ্তিরিক কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবে চলমান রয়েছে।</td><td>দ্বি-মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ০৫/১০/২০২২খ্রি. তারিখের মধ্যে প্রেরণ করতে হবে।</td><td>প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র, খাগড়াছড়ি।</td></tr>
<tr><td>০৮.</td><td><u>আলো</u> ঃ উপস্থিত প্রতিনিধি সমন্বয়কারী, জনাব সোমেন তালুকদার জানান- তাঁর সংস্থা কর্তৃক ২টি প্রকল্প চলমান রয়েছে। প্রকল্প নাম ঃ ১। EPRRL (Ethnic Peoples Rights & Resilient Livelihoods) ও ২। RMC (Rural Micro Credit).
১। RMC (Rural Micro Credit) ঃ প্রকল্পটি খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাধীন দীঘিনালা উপজেলার বোয়ালখালী, কবাখালী, মেরুং ও সদর ইউনিয়নে নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত হচ্ছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে সহজ শর্তে ঋণ সুবিধাদি প্রদান সাপেক্ষে এলাকার প্রান্তিক জনগোষ্ঠির দারিদ্র্য বিমোচন তথা আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন করা।
প্রকল্পের অগ্রগতি ঃ
<table>
<tr><th>ক্রঃ নং</th><th>যে বিষয়ে কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে তার নাম</th><th>সুবিধাভোগী/প্রশিক্ষণার্থী/গ্রাহক/কর্মশালা ..সংখ্যা</th><th>মন্তব্য</th></tr>
<tr><td>১</td><td>ঋণ বিতরণ- ৪,৯৫,০০০/- টাকা</td><td>২২ জন</td><td></td></tr>
<tr><td>২</td><td>ঋণ/ কিস্তি আদায়- ৬,১৪,৪৬৮/- টাকা</td><td>২৭৮ জন</td><td></td></tr>
<tr><td>৩</td><td>ঋণ স্থিতি- ৮২,৪১,৭১৮/- টাকা</td><td>১২১২ জন</td><td></td></tr>
<tr><td>৪</td><td>সঞ্চয় আদায়- ৯৫,০৯৪/- টাকা</td><td>৩৭৩ জন</td><td></td></tr>
<tr><td>৫</td><td>সঞ্চয় ফেরত- ১,০৮,০৭৮/- টাকা</td><td>১২ জন</td><td></td></tr>
<tr><td>৬</td><td>সঞ্চয় স্থিতি- ৩০,২৬,৭৮৯/- টাকা</td><td>১৪১৩ জন</td><td></td></tr>
<tr><td>৭</td><td>সার্ভিস চার্জ আদায়- ৭৬,৭৮২/- টাকা</td><td>২৭৮ জন</td><td></td></tr>
<tr><td>৯</td><td>নতুন সদস্য ভর্তি</td><td>৮ জন</td><td></td></tr>
<tr><td>১০</td><td>সদস্য বাতিল</td><td>৪ জন</td><td></td></tr>
<tr><td>১১</td><td>মোট ঋণীর সংখ্যা</td><td>১২১২ জন</td><td></td></tr>
<tr><td>১২</td><td>মোট সমিতির সংখ্যা</td><td>১০০ টি</td><td></td></tr>
<tr><td>১৩</td><td>মোট সদস্য সংখ্যা</td><td>১৪১৩ জন</td><td></td></tr>
</table>
২। EPRRL (Ethnic Peoples Rights & Resilient Livelihoods) ঃ প্রকল্পটি (Manusher jonno Foundation) Bangladesh এর অর্থায়নে মোট বরাদ্দ ১,৪৩,৯৮,০২৭/- টাকা এবং চলতি বছরে ৮,৬১,২৯৫/- টাকা ব্যয়ে প্রকল্পটি খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় গুইমারা ও দীঘিনালা উপজেলায় (গুইমারা থেকে - ৩টি ও দীঘিনালা থেকে - ১টি ইউনিয়ন) কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। আলোচ্য সময়ে অগ্রগতি ঃ SHG (Self-Help Group) গ্রুপের সাথে মাসিক আলোচনা সভা-</td><td>দ্বি-মাসিক (আগস্ট-সেপ্টেম্বর/২০২২খ্রি.) অগ্রগতির প্রতিবেদন ৫ই অক্টোবর/২২খ্রি. তারিখের মধ্যে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।</td><td>আলো, খাগড়াছড়ি।</td></tr>
</table>

	কর্মশালার সংখ্যা ৭৩, উপস্থিত: ১১১১ জন; LCYF (Local Community Youth Forum) গ্রুপের সাথে মাসিক আলোচনা সভা- কর্মশালার সংখ্যা ০৯, উপস্থিত: ১৯১ জন, গবাদি পশু টিকা প্রদান ৪১৬টি, মর্যাদা গড়ি সমতার উপর সমন্বয় সভা-২টি, উপস্থিতি: ৩৬ জন, প্রকল্প এলাকায় SMC (School Managing Committee) & PTA (Parent, Teacher's Association) এর সাথে সভা-কর্মশালার সংখ্যা ০২, উপস্থিত: ৪২ জন, এবং প্রকল্প স্টাফদের সাথে সংস্থার কনফারেন্স রুমে প্রকল্প ফেইজ আউট বিষয় সমন্বয় সভা-১টি, উপস্থিত: ৮ জন।		
০৯.	দি লেপ্রসি ইন্টারন্যাশনাল-বাংলাদেশ ঃ উপস্থিত প্রতিনিধি টুন্টু চাকমা জানান- বর্তমানে তাঁদের সংস্থা কর্তৃক সিএইচটি লেপ্রসি কন্ট্রোল এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন প্রজেক্ট নামে ১টি প্রকল্প দি লেপ্রসি মিশন ইন্টারন্যাশনাল-ইউকে এর অর্থায়নে (২,৭৭,২৮,৮৩৭/- টাকা) চলমান রয়েছে। প্রকল্পের মেয়াদ ২০২১-২০২৫ পর্যন্ত। বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামে কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত, শারিরীক প্রতিবন্ধী এবং অন্যান্য পিছিয়ে পড়া মানুষের স্বাস্থ্য সেবা সমূহ, স্বাস্থ্য সম্পর্কিত জ্ঞান ও স্ব-পরিচর্যা অনুশীলন উন্নয়নের মাধ্যমে স্বাস্থ্য অবস্থা উন্নয়ন করাই প্রকল্পের উদ্দেশ্য। আলোচ্য সময়ে যেসব কার্যক্রম অগ্রগতি সম্পন্ন হয়েছে। তা নিম্নরুপ ঃ পানছড়িতে =০২জন (এমবি-০১, পিবি-০১), মহালছড়িতে =০১জন পিবি, মাটিরাঙ্গাতে = ০৫ জন (এম-০১, পিবি-০৪), গুইমারাতে = ০১ জন (পিবি), রামগড়ে= ০১জন (পিবি) ও লক্ষীছড়িতে = ০১জন (এমবি), সর্বমোট =১১ জন (এমবি ০৩, পিবি-০৮) নতুন কুষ্ঠ রোগী সনাক্ত করা হয়েছে। বর্তমানে চিকিৎসাধীন রোগী সংখ্যা= ৬১ জন (এমবি-২১, পিবি-৪০)।	দ্বি-মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ০৫/১০/২০২২খ্রি. তারিখের মধ্যে প্রেরণ করতে হবে।	দি লেপ্রসি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, খাগড়াছড়ি।
১০.	পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র ঃ উপস্থিত প্রতিনিধি শাখা ব্যবস্থাপক, জনাব কালাধন চাকমা জানান- খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার দীঘিনালা, পানছড়ি, খাগড়াছড়ি সদর ও মহালছড়ি উপজেলায় তাঁদের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে সঞ্চয় কার্যক্রম, সহজ শর্তে ঋণ বিতরণ, ঋণ আদায়, ঋণের বীমা, রেমিট্যান্স কার্যক্রম। তিনি আরো জানান- আলোচ্য সময়ে নতুন ও পুরাতন সদস্য মিলে সর্বমোট ৯৭২ জন সদস্যকে ১৪,৬০,৩৪,০০০/- টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। ঋণ আদায়যোগ্যের পরিমাণ ১০,২৯,১০,৮৫০/-টাকা, নিয়মিত আদায় হয়েছে ১০,০৩,৩১,১৫৪/- টাকা। আদায় হার ৯৭.৯৭%। ০৭ জন মৃত সদস্যকে ৮,০৪,৩২০/- টাকা ঋণ মওকুফ করা হয়েছে। বিদেশ থেকে প্রেরিত রেমিট্যান্স বাবদ ০১ জন গ্রাহককে ৬,১৫০/-টাকা প্রদান করা হয়েছে।	দ্বি-মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ০৫/১০/২০২২খ্রি. তারিখের মধ্যে প্রেরণ করতে হবে।	পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র, খাগড়াছড়ি।
১১.	কাবিদাং ঃ সভায় উপস্থিত প্রতিনিধি হিসাব রক্ষক, জনাব রিংকু চাকমা জানান, তাঁর সংস্থা কর্তৃক বর্তমানে ১টি উন্নয়ন প্রকল্প খাগড়াছড়ি জেলায় কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। যথা- ১। Promotion of Agro-ecology Practices in the Chattogram Hill Tracts-Bangladesh (PAEP). ১। Promotion of Agro-ecology Practices in the Chattogram Hill Tracts-Bangladesh (PAEP) ঃ প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু সহনশীল, কৃষি পরিবেশের গবেষণা ও উন্নয়নে সমন্বিত সহযোগিতা এবং খাদ্য নিরাপত্তার উন্নয়ন ঘটানোই এর প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। এই প্রকল্পটি কাবিদাং এর সাতে কারিতাস বাংলাদেশ ২০২০ হতে সেপ্টেম্বর ২০২১ পর্যন্ত কাজ করার চুক্তিবদ্ধ হয়। আবারও দ্বিতীয় পর্যায়ে অক্টোবর ২০২১ হতে ২০২৪ পর্যন্ত চলবে। প্রকল্পের অগ্রগতিঃ ডফল্ড ভিজিট ও মিটিং- মোট ১৯২ জন সুবিধাভোগীকে নিয়ে মিটিং করা হয় এবং চারা ক্রয় ও বিতরণ: মোট ৪ জন কৃষকদের মাঝে ৪৯৬টি ফলের চারা বিতরণ করা হয়।	দ্বি-মাসিক (আগস্ট-সেপ্টেম্বর/২০২২খ্রি.) অগ্রগতির প্রতিবেদন ৫ই অক্টোবর/২২খ্রি. তারিখের মধ্যে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	কাবিদাং, খাগড়াছড়ি।
১২.	কারিতাস, বাংলাদেশ ঃ সভায় উপস্থিত প্রতিনিধি মাঠ কর্মকর্তা, জনাব মোঃ সোলায়মান জানান- তাঁদের সংস্থা কর্তৃক বর্তমানে ৩টি উন্নয়ন প্রকল্প চলমান রয়েছে। প্রকল্পগুলো হচ্ছে যথা ঃ ১। সিপিপি পিএইপি প্রকল্প-২ (সিএইটি), ২। প্রতিবন্ধী, প্রবীণ এবং মাদকাসক্তদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণ (এএসডিডিবি) ও ৩। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বঞ্চিত শিশুদের শিক্ষা (ইপিডিসি-সিএইচটি)। ১। সিপিপি পিএইপি প্রকল্প-২ (সিএইটি) ঃ প্রকল্পটি খাগড়াছড়ি জেলার মানিকছড়ি উপজেলায় ৩টি ইউনিয়নে দাতা সংস্থা AGENCE FRANCAISE DEVELOPMENT এর অর্থায়নে ১২,৪৭,৯৮৪/- টাকা ব্যয়ে চলমান রয়েছে। এই প্রকল্পের কার্যক্রম হচ্ছে অর্গানিক ফার্মিং প্র্যাকটিস (সব্জী, ধান, অর্থকরী), জুম চাষাবাদ(আপ-গ্রেড), মাল্টিস্টোরিড হর্টিকালচার, স্মল লাইভস্টক ও পোল্ট্রি, নার্সারী, ফিস কালচার, যুবক ও মহিলা উদ্যোক্তা, সোস্যাল টেকনিক্যাল এনিমেটর, মৌ চাষ ইত্যাদি। প্রকল্পের অগ্রগতি ঃ কমিউনিটি কৃষি শিক্ষা কেন্দ্র সভা-২৭টি, অংশগ্রহণকারী ১৩৭৫জন, আপগ্রেড জুমের উপকরণ বিতরণ- ২৬ জনকে, বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপন-অংশগ্রহণকারী-১০০জন। ২। প্রতিবন্ধী, প্রবীণ এবং মাদকাসক্তদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণ (এএসডিডিবি) ঃ এটি খাগড়াছড়ি জেলার সদর ইউনিয়নে কারিতাস জার্মানী ও বিএমজেড এর আর্থিক সহায়তায় ৬,০৭,৩১৬/- টাকা ব্যয়ে প্রকল্পটি চলমান রয়েছে। এটি মূলত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, প্রবীণ ও মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের সেমিনার, ওয়ার্কশপ, ট্রেনিং, মাসিক সভা, আইজিএ সহায়তা, চিকিৎসা সহায়তা, শিক্ষা সহায়তা, সহায়ক উপকরণ বিতরণ বিতরণ এবং প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। আলোচ্য সময়ে অগ্রগতি ঃ প্রবীণ ও প্রতিবন্ধীদের প্রতি যত্ন ও দায়িত্ব বিষয়ক সচেতনতামূলক সেমিনার- ২টি, সুবিধাভোগী ৩০ জন, প্রবীণ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মাসিক সভা-১৬টি, সুবিধাভোগী ২৪০ জন, প্রবীণ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পরিবার পরিদর্শন-৩টি, সুবিধাভোগী ৬০জন, মাদক বিরোধী সচেতনতামূলক প্রোগ্রাম-২টি, সুবিধাভোগী ৬০জন, ইউনিয়ন ফোরাম কমিউনিটি মিটিং-	দ্বি-মাসিক (আগস্ট-সেপ্টেম্বর/২০২২খ্রি.) অগ্রগতির প্রতিবেদন ৫ই অক্টোবর/২২খ্রি. তারিখের মধ্যে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	কারিতাস, বাংলাদেশ, মানিকছড়ি, খাগড়াছড়ি।

<table>
<tr>
<td></td>
<td>সুবিধাভোগী ১০ জন।
৩। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বঞ্চিত শিশুদের শিক্ষা (ইপিডিসি-সিএইচটি) ঃ প্রকল্পটি খাগড়াছড়ি জেলার মাটিরাঙ্গা, দীঘিনালা ও সদর উপজেলায় Kindermissions werk Germany এর অর্থায়ণে ১৩,৬২,৪০০/- টাকা ব্যয়ে চলমান রয়েছে। প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে- পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের দূর্গম ও প্রত্যন্ত এলাকার সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের মানবিক মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য গুনগত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা এবং নৈতিক গঠন নিশ্চিত করা, যেন তাদের উচ্চ শিক্ষার ইচ্ছা ও সুযোগ সৃষ্টি হয়। আলোচ্য সময়ে অগ্রগতি ঃ সুবিধাভোগী শিক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা ১৩টি এবং সুবিধাভোগী ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ২৩০জন।</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>১৩.</td>
<td>ওয়াইডব্লিউসিএ ঃ উপস্থিত প্রতিনিধি সাধারণ সম্পাদিকা, জনাব প্রতিমা রোয়াজা জানান- তাঁর সংস্থা বাংলাদেশ ওয়াইডাব্লিউসিএ ৩/২৩ ইকবালরোড মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ এর অর্থায়নে (১,০৬,৫০,৫৩৮/- টাকা) খাগড়াছড়ি জেলায় Promotion of Women's Right and Child Development নামে ১টি প্রকল্প চলমান রয়েছে। এই প্রকল্পের অধীনে ৯টি কম্পোনেন্ট নিয়ে কাজ করা হয়। তা তিনি লক্ষ্য সহ তাদের কার্যক্রম তুলে ধরেন-

ক) নারী ও যুব নারীর ক্ষমতায়ন ও রুপান্তরিত নেতৃত্বে উন্নয়ন ঃ নারীর নেতৃত্ব বিকাশে সহায়তা দান। বিভিন্ন উন্নয়নমূখী সিদ্ধান্তে স্বীয় মতামত প্রকাশের সুযোগ নিশ্চিত করা। সিদ্ধান্ত গ্রহনের নারীর ভূমিকা রাখা। আলোচ্য সময়ে অগ্রগতি বার্ষিক পিকনিক ২০২২-১টি (২০জন) এবং জেন্ডার ও মানবাধিকার বিষয়ে প্রশিক্ষণ-২বার (১৮জন)।
খ) গুণগত শিক্ষা ও শিশুবিকাশ ঃ মান সম্মত শিক্ষা দান। শিক্ষার হার বৃদ্ধি করা। এই প্রোগ্রামের আওতায় সকল কার্যক্রম বন্ধ।
গ) নারীর স্বাস্থ্য অধিকার ঃ লক্ষিত জনগোষ্ঠী স্বাস্থ্যের উন্নতি এবং মা ও শিশুর অসুস্থতা ও মৃত্যুর হ্রাস করা ও সচেনতার মাধ্যমে তাদের আচরনগত পরিবর্তন করাই এর উদ্দেশ্য। আলোচ্য সময়ে অগ্রগতি- উঠান বৈঠক (স্বাস্থ্য ও যৌন প্রজনন স্বাস্থ্য) -১টি (১৫জন), নারী অধিকার সম্পর্কে উঠান বৈঠক-২টি (৩৫জন), কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্য শিক্ষা -১টি (১৬জন), জীবন রীতি রোগ সম্পর্কে উঠান বৈঠক-১টি (১৬ জন)।
ঘ) নারীর অধিকার ও নারী-পুরুষের সমতা ঃ বিভিন্ন কমিউনিটির মধ্যে তথ্য বিনিময়, শিক্ষা এবং যোগাযোগ পন্থা ব্যবহারের মাধ্যমে নারী- পুরুষ সমতা সর্ম্পকে সচেতনতা তৈরি করা। নারী অধিকার সম্পর্কে উঠান বৈঠক-১টি (১৮জন)
ঙ) অর্থনৈতিক ন্যায্যতা ঃ দরিদ্র অবহেলিত ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে একটি বিশেষ সাংগঠনিক কাঠামোর আওতাধীনে এনে, সুনির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তাদের পারিবারিক আয় বৃদ্ধি করা ও তাদের আত্মনির্ভরশীল হতে সহায়তা করা। আলোচ্য সময়ে কার্যক্রম সমূহ-
<table>
<tr><td>বিবরণ</td><td>নভেম্বর-ডিসেম্বর</td></tr>
<tr><td>সমিতির সংখ্যা</td><td>১০৫</td></tr>
<tr><td>মহিলা সদস্য</td><td>৮৯৫</td></tr>
<tr><td>পুরুষ সদস্য</td><td>১৮৬</td></tr>
<tr><td>সদস্য সংখ্যা</td><td>১০৮১</td></tr>
<tr><td>সঞ্চয়ের পরিমাণ</td><td>৩,৩৩,০১৭/-</td></tr>
<tr><td>ঋণ প্রদান</td><td>২২,৭০,০০০/-</td></tr>
<tr><td>ঋণ আদায়</td><td>২৭,৮৩,৩২৮/-</td></tr>
<tr><td>মাঠ পর্যায়ে ঋণ রয়েছে</td><td>৮১,৪৫,৯৭৮/-</td></tr>
</table>
চ) পরিবেশ ন্যায্যতা ঃ মানব ও প্রকৃতি সৃষ্ট দূর্যোগের পার্থক্য সহ, দূর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস করতে পারে এবং স্থানীয় পর্যায়ে জলবায়ু পরিবর্বনের সাথে নিজেদের জীবন-জীবিকাকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার দক্ষতা অর্জনে উদ্বুদ্ধকরণ। চারা বিতরণ-২০০টি।
ছ) সামাজিক শান্তি ও ন্যায্যতা ঃ পরিবারে, কমিউনিটিতে ও সমাজে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও গণতন্ত্রের অনুশীলন প্রসারিত করা। নারী ও যুব-নারীদের স্থানীয় ও সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে আরো বেশী সংস্পৃক্ত ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। তথ্য অধিকার বিষযে উঠান বৈঠক-১টি (১৬জন)
জ) পার্টনারশীপ এন্ড নেটওয়াকিং ঃ সহযোগীতা গ্রহণ ও বাইরের উৎস থেকে সমর্থন এবং সম্পদ লাভের মাধ্যমে কর্মসূচী দৃশ্যমান প্রভাব তৈরি করা; নেটওর্য়াক, জোট গঠন এবং সহযোগীতামূলক যেকোন উদ্যোগে প্রশংসনীয় অবস্থান অর্জন করা; উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সুবিধার্থে নীতিমালা সুদৃঢ় করার জন্য নেটওয়ার্কে যোগদান করা। এই প্রোগ্রামের আওতায় কোন কার্যক্রম সম্পাদন হয়নি।
ঝ) সাংগঠনিক উন্নয়ন মূলক কার্যক্রম ঃ উন্নত ব্যবস্থাপনা স্বাক্ষরতা, ব্যবস্থা ও কাঠামো চালু করার মাধ্যমে সুশাসনকর্মী সংগঠনগড়ে তোলা। সংগঠন বিকাশ (ওডি) উদ্যোগের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা সক্ষমতা গড়ে তোলা। আলাচ্য সময়ে : বোর্ড মিটিং- ১১জন, কর্মী মিটিং-২বার (১২জন), প্রোগ্রাম মনিটরিং- ২বার সম্পাদন করা হয়েছিল।</td>
<td>দ্বি-মাসিক (আগস্ট-সেপ্টেম্বর/২০২২খ্রি.) অগ্রগতির প্রতিবেদন ৫ই অক্টোবর/২২খ্রি. তারিখের মধ্যে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।</td>
<td>ওয়াইডব্লিউসিএ খাগড়াছড়ি।</td>
</tr>
<tr>
<td>১৪.</td>
<td>আগাপে ঃ উপস্থিত প্রতিনিধি জনাব দিলীপ ত্রিপুরা জানান- খাগড়াছড়ি জেলায় কম্প্যাশন ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ এর অর্থায়নে বর্তমানে ৫ বছর মেয়াদী ৩টি প্রকল্প পরিচালিত হচ্ছে। প্রকল্প নাম ঃ
১। পার্বত্য জেলা শিশু উন্নয়ন প্রকল্প-খাগড়াপুর, বিডি-৫১৬, মোট বরাদ্দ-১৪,৫৭,৫৫৬/- টাকা
২। পার্বত্য জেলা শিশু উন্নয়ন প্রকল্প-চেলাছড়া, বিডি -৫১৯, মোট বরাদ্দ-১৩,৪৭,৫৩৮/- টাকা</td>
<td>দ্বি-মাসিক (আগস্ট-সেপ্টেম্বর/২০২২খ্রি.) অগ্রগতির প্রতিবেদন ৫ই অক্টোবর/২২খ্রি. তারিখের মধ্যে</td>
<td>আগাপে, খাগড়াছড়ি।</td>
</tr>
</table>

৩। পার্বত্য জেলা শিশু উন্নয়ন প্রকল্প-রামগড়, বিডি-৫১৫, মোট বরাদ্দ-১৩,৫২,০৬০/- টাকা

১। পার্বত্য জেলা শিশু উন্নয়ন প্রকল্প-খাগড়াপুর, বিডি-৫১৬ ঃ প্রকল্পটি খাগড়াছড়ি সদরে অর্ন্তগত খাগড়াপুর, ধর্মঘর, বড়পাড়া, হাদুকপাড়া, ইসলামপুর, শালবন ও কুমিল্লাটিলা এলাকার ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ৭৭১ জন দরিদ্র-অসহায় ও এতিম শিশুদের নিয়ে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক ও নৈতিক চরিত্র গঠনের লক্ষ্যে প্রায় ১০ বছর ধরে কাজ করে আসছে।

২। পার্বত্য জেলা শিশু উন্নয়ন প্রকল্প-চেলাছড়া, বিডি -৫১৯ ঃ এটি খাগড়াছড়ি সদর উপজেলার ৪নং পেরাছড়া ইউনিয়নের অর্ন্তগত চেলাছড়া পাড়া, পল্টনজয়পাড়া, লারমাপাড়া, বাউরাপাড়া ও পেরাছড়া গ্রামের ২৬৪ জন শিশুদের নিয়ে প্রায় ৮ বছর ধরে কাজ আসছে । এখানে গর্ভবতী মা রয়েছে, যাদেরকে এই প্রকল্পের মাধ্যমে সেবা ও খরচ বহন করা হয়।

৩। পার্বত্য জেলা শিশু উন্নয়ন প্রকল্প-রামগড়, বিডি-৫১৫ ঃ প্রকল্পটি খাগড়াছড়ি জেলার রামগড় পৌরসভার অধীনে দারোগাপাড়া, চৌধুরীপাড়া, ফেনীরকুল, মাস্টারপাড়া ও মহামুনি পাড়ার এলাকার ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ২৩৩ জন দরিদ্র-অসহায় ও এতিম শিশুদের নিয়ে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক ও নৈতিক চরিত্র গঠনের লক্ষ্যে প্রায় ১০ বছর ধরে কাজ করে আসছে।

প্রকল্পের অগ্রগতি ঃ

ক্র: নং	যে বিষয়ে কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে তার নাম	সুবিধাভোগী	মন্তব্য
১	স্কুল ফি-বেতন	৮২২জন শিশু	৩৬৫ জন ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষার ফিস ও মাসিক ফিস, ফরম ফিলাপ, কোচিং ফিস বই ক্রয় টাকা প্রদান করা হয়েছে।
২	স্কুল সরঞ্জাম-	৮২২জন শিশু	৭৭৩ জনকে শিশুকে খাতা, কলম,স্লেট, পেন্সিল, রাবার, কাটার প্রদান করা হয়েছে।
৩	সপ্তাহে পাঁচদিন কোচিং প্রদান	৮২২জন শিশু	সপ্তাহে তিন দিন ১ঘন্টা করে পাড়া ভিত্তিক উঠান বৈঠকের মাধ্যমে শিশুদের জাতীয় পাঠ্য পুস্তক থেকে পড়ানো হয় ।
৪	চিকিৎসা	৮২২জন শিশু	৪৬জন শিশুকে চিকিৎসা খরচ ও ঔষধ দেয়া হয়েছে।
৫	পুষ্টিকর খাবার	৮২২জন শিশু	৫১ জন শিশুকে ডাল ৫০০ গ্রাম করে প্রদান করা হয়েছে।
৬	স্বাস্থ্য সরঞ্জাম-	৮২২জন শিশু	১১৩৭জন শিশুকে ব্রাশ ও টুথপেষ্ট, সাবান, মাস্ক প্রদান করা হয়েছে।
৭	অন্যান্য স্বাস্থ্য সরঞ্জাম	৮২২জন শিশু	২৪৮ জনকে বয়:সন্ধিকালীন স্যানিটারী প্যাড প্রদান করা হয়।
৮	শিশুর ব্যবহায্য জিনিসপত্র	৮২২জন শিশু	১৮৪ জন শিশুকে ম্যাট্রেস প্রদান করা হয়েছে।
৯	শিশুদের পরিবার পরিদর্শন	৮২২জন শিশু	১৯৪ টি শিশুদের পরিবার পরিদর্শন করা হয়েছে।
১০	জাতীয় দিবসগুলো পালন	৮২২জন শিশু	
১১	অবিভাবক সমাবেশ	৮২২জন শিশু	শিশু ও শিশুর অভিভাবকদের সাথে ০৩(তিন) বার উঠান বৈঠক করা হয়েছে,
১২	নাচ ও গান	৮২২জন শিশু	৪৫জনকে মেয়েকে নাচ ও ২৫ জনকে গান শিখানো হচ্ছে।
১৩	উপহার বিতরণ	৮২২জন শিশু	৮৭জন শিশুকে জন্মদিন ও পারিবারিক উপর এর জন্য নগদ ২,৬৩,৬৩০/- টাকা প্রদান করা হয়েছে।
১৪	চাইল্ড সার্ভাইভাল প্রোগ্রাম	১৫জন শিশু	* ১৫জন শিশু পরিবারকে শুকনা খাবার হিসেবে চাল-১০ কেজি, ডাল- ৫০০গ্রাম, তৈল- ৫০০ গ্রাম, লবণ- ১ কেজি, ডিম-১০পিস প্রদান করা হয়েছে।
১৫	স্কুল ব্যাগ প্রদান	৮২২	৩২৩ জন ছাতা প্রদান করা হয়েছে।

অন্যান্য কার্যক্রম ঃ ৭জন অভিবাবককে সেলাই প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ১৮জন অভিভাবকের আত্নকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে গবাদি পশু পালন প্রশিক্ষণ দেয়া হয় এবং ৪জনকে ৪টি গাভী ও ১জনকে ছাগল ক্রয় করে প্রদান করা হয়। এছাড়াও ৯জনকে মৎস্য চাষ প্রশিক্ষণ, ৪জনকে ৪ কেজি মাছ, মাছের খাবার, জাল প্রদান এবং ১০ জনকে হস্তশিল্প প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

১৫.	নোয়াখালী রুরাল ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি (এনআরডিএস) ঃ উপস্থিত প্রতিনিধি শাখা ব্যবস্থাপক, কাকন মজুমদার জানান যে, তাঁর সংস্থা কর্তৃক রামগড়, খাগড়াছড়ি সদর, মাটিরাঙ্গা, গুইমারা ও মানিকছড়ি উপজেলায় ঋণ বিতরণ =৭,৮৫,৭২,০০০/- টাকা, আদায় =৭,২৯,৫৪,৩৩৬/- টাকা, সঞ্চয়েরর পরিমাণ =৮,৭৬,৮৪,৯১৬/- টাকা এবং সুবিধা ভোগীর সংখ্যা ৬৬০৪জন। এছাড়াও তিনি আরো জানান অন্যান্য দাপ্তরিক কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবে চলমান রয়েছে।	দ্বি-মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ০৫/১০/২০২২খ্রি. তারিখের মধ্যে প্রেরণ করতে হবে।	এনআরডিএস, খাগড়াছড়ি।
১৬.	আশা ঃ সভায় অনুপস্থিত এবং তাঁদের কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি।	সংস্থার প্রধানকে নিয়মিত সভায় উপস্থিতসহ কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।	আশা, খাগড়াছড়ি।
১৭.	বুরো বাংলাদেশ ঃ উপস্থিত প্রতিনিধি আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, জনাব মো: রেজাউল করিম চৌধুরী জানান, তাঁদের উন্নয়নের কার্যক্রমের বাস্তব চিত্র পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টশন আকারে তুলে ধরেন। তিনি জানান যে, তাঁর সংস্থা কর্তৃক খাগড়াছড়ি জেলায় সহজ শর্তে ঋণ বিতরণ, সঞ্চয় জমা ও উত্তোলন, বীমা দাবী পরিশোধ, রেমিটেন্স প্রদান, কৃষি ঋণ বিতরণ ও Smap ঋণ বিতরন ও আঁদা চাষ প্রকল্পের জন্য ঋণ বিতরন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। আলোচ্য সময়ে অগ্রগতির বিবরণ ঃ- ঋণ বিতরন মোট =৩৪২৫ জন, ৫২.৭৩ কোটি টাকা। ঋণ বীমা দাবী ১৩ জন, =৯,৩৯,২৫০/-	দ্বি-মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ০৫/১০/২০২২খ্রি. তারিখের মধ্যে প্রেরণ করতে হবে।	বুরো বাংলাদেশ, খাগড়াছড়ি।

<table>
<tr><td></td><td>টাকা। ফরেন রেমিটেন্স ২০ জন =৮,৫২,২৯০/- টাকা। সঞ্চয় উত্তোলন =৬,১৪,৮৯,৭০১/- টাকা এবং অন্যান্য দাপ্তরিক কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবে চলমান রয়েছে। সার্বিক কার্যক্রমের উন্নয়নের অবদান রাখার জন্য সভাপতি মহোদয় সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং উন্নয়ন কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য অনুরোধ জানান।</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>১৮.</td><td><u>ইউনাইটেড পারপাস</u> ঃ উপস্থিত প্রতিনিধি প্রকল্প কর্মকর্তা, জনাব আপ্রান চাকমা জানান, তাঁর সংস্থা বর্তমানে ৩টি প্রকল্প পরিচালিত হচ্ছে এবং উক্ত প্রকল্পের সার্বিক চিত্র তুলে ধরেন ঃ
১। LEAN (লিডারশিপ টু এনশিউর এডিকুয়েট নিউট্রিশন) ঃ এটি ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এর অর্থায়নে ১০৮,৪১,৭০,৮১৯/- টাকা ব্যয়ে LEAN (লিডারশিপ টু এনশিউর এডিকুয়েট নিউট্রিশন) নামে ১টি প্রকল্প পার্বত্য চট্টগ্রামের ৩ টি জেলায় (খাগড়াছড়ি, রাংগামাটি ও বান্দরবান) মাতৃ, শিশু ও কিশোরীদের পুষ্টিমান উন্নয়নে কাজ করছে। আলোচ্য সময়ে তিনি প্রকল্পের অগ্রগতির বিবরণ তুলে ধরেন ঃ
<table>
<tr><th>ক্র: নং</th><th>বাস্তবায়িত কার্যক্রম</th><th>বাস্তবায়িত কার্যক্রম</th><th>সুবিধাভোগী /অংশগ্রহনকারী সংখ্যা</th><th>মন্তব্য</th></tr>
<tr><td colspan="5">রেজাল্ট-১ (পুষ্টি বিষয়ক গর্ভানেন্স)</td></tr>
<tr><td>১</td><td>বার্ষিক পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা DNCC এর সাথে কর্মশালা</td><td>০১ টি</td><td>মোট: ২৫</td><td>জেলা পর্যায়ে</td></tr>
<tr><td>১০</td><td>মা ও শিশু স্বাস্থ্য SAM -MAM এর পরিসেবা গুলিতে ছয় মাসিক ভিত্তিতে সমন্বয় সভা</td><td>০৫টি</td><td>মোট: ২৭৫)</td><td></td></tr>
<tr><td>১১</td><td>ইউনিয়ন পরিষদ স্থায়ী কমিটি সদস্যদের জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণ</td><td>১২ টি</td><td>মোট: ৩৬০</td><td>ইউনিয়ন পর্যায়ে</td></tr>
<tr><td colspan="2">রেজাল্ট-২ (পুষ্টি বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি)</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>১</td><td>সচেতনতামূলক কার্যক্রম</td><td>৪৭ টি</td><td>মোট-১৬৪৫জন</td><td>উপজেলা ও কমিউনিটি পর্যায়ে</td></tr>
<tr><td>২</td><td>নাটক, স্থানীয় শিল্পী এবং লোক সংগীতের মাধ্যমে পুষ্টি এবং ওয়াশ বিষয়ক বার্তা প্রচারনা</td><td>৪টি</td><td>মোট-১৮০জন</td><td>কমিউনিটি পর্যায়ে।</td></tr>
<tr><td>৩</td><td>বিদ্যালয় পর্যায়ে পুষ্টি মেলা আয়োজন</td><td>৭ টি</td><td>মোট-৭২৩জন</td><td>স্কুল পর্যায়ে।</td></tr>
<tr><td>৪</td><td>ডব্লিউবিসি সদস্যদের অভিজ্ঞতা বিনিময়</td><td>২ টি</td><td>৫০ জন ডব্লিউবিসি নারী</td><td>উপজেলা পর্যায়ে</td></tr>
<tr><td>৫</td><td>কমিউনিটি পর্যায়ে ডব্লিউবিসি সদস্যদের পুষ্টি বিষয়ক সেশন পরিচালনা</td><td>২৫৪৩টি</td><td>আনুমানিক ৩০৫১৬ জন।</td><td>কমিউনিটি পর্যায়ে।</td></tr>
</table>
২। Mobilizing rural women Entrepreneurs for Covid-19 response and Recovery in Bangladesh-Phase-2 ঃ প্রকল্পটি খাগড়াছড়ি জেলার ৩টি উপজেলায় BMZ-GIZ যায়নি। এর অর্থায়ণে (৬,১০,২৬,০৬২/- টাকা) তৃণমূল উন্নয়ন সংস্থার সাথে যৌথভাবে কার্যক্রম পরিচালনা হচ্ছে। প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা, মা ও শিশুর পুষ্টি এবং স্বাস্থ্যবস্থার উন্নয়ন, সংক্রামক রোগ প্রতিরোধে কমিনিটিতে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং কৃষকদের গবাদি পশুপালন, ব্যবসা ও আবহাওয়া সংবেদনশীল কৃষি পদ্ধতি এবং প্রতিবেশ বান্ধব কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়ন করাই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য।
৩। SOFOL(succes) Project: Inegrated support for the lifelong success of orphaned children in Bangladesh ঃ পেনি আপিল, যুক্তরাজ্য নামক দাতা সংস্থার (৯৭,৫৩,৯৬,৪৪১/- টাকা) সহায়তায় SOFOL শীর্ষক প্রকল্পটি খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার ৩টি উপজেলায় (পানছড়ি, দীঘিনালা এবং লক্ষীছড়ি) বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটি ৭৭০ জন অনাথ শিশুর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন, অনাথ শিশুর পরিবারের অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করছে।</td><td>দ্বি-মাসিক (আগস্ট-সেপ্টেম্বর/২০২২খ্রি.) অগ্রগতির প্রতিবেদন ৫ই অক্টোবর/২২খ্রি. তারিখের মধ্যে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।</td><td>ইউনাইটেড পারপাস, খাগড়াছড়ি।</td></tr>
<tr><td>১৯.</td><td><u>স্টেপ পদক্ষেপ</u> ঃ সভায় অনুপস্থিত এবং তাঁদের কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি।</td><td>সংস্থার প্রধানকে নিয়মিত সভায় উপস্থিতসহ কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।</td><td>স্টেপ পদক্ষেপ, খাগড়াছড়ি।</td></tr>
<tr><td>২০.</td><td><u>রিপ্রোডাকটিভ হেলথ সার্ভিসেস ট্রেনিং এন্ড এডুকেশন প্রোগ্রাম</u> ঃ সভায় অনুপস্থিত।</td><td>সংস্থার প্রধানকে নিয়মিত সভায় উপস্থিতসহ কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।</td><td>আরএইচস্টেপ খাগড়াছড়ি।</td></tr>
<tr><td>২১.</td><td><u>আইডিএফ</u> ঃ উপস্থিত প্রতিনিধি জনাব মো: মাহবুবুল কবির জানান, তাঁদের দাপ্তরিক কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবে চলমান আছে।</td><td>দ্বি-মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ০৫/১০/২০২২খ্রি. তারিখের মধ্যে প্রেরণ</td><td>আইডিএফ, খাগড়াছড়ি।</td></tr>
</table>

		করতে হবে।	

২২. <u>গ্রীন হিল (সুর্যের হাসি ক্লিনিক)</u> ঃ উপস্থিত প্রতিনিধি জেলা সমন্বয়কারী, জনাব রুপান্ত চাকমা জানান, তাঁর সংস্থা কর্তৃক বর্তমানে ২টি উন্নয়ন প্রকল্প চলমান রয়েছে এবং তিনি উক্ত প্রকল্পের সার্বিক চিত্র তুলে ধরেন ঃ

১। এ্যাডভান্সিং ইউনিভারসেল হেলথ কভারেজ প্রকল্প (এইউএইচসি) ঃ প্রকল্পটি ইউএসএআইপি এর অর্থায়নে (চলমান বছরে বরাদ্দের পরিমাণ ৪২,৯৯,৮২৪/- টাকা) খাগড়াছড়ি জেলায় পানছড়ি, মহালছড়ি, মানিকছড়ি, মাটিরাঙ্গা, রামগড় ও লক্ষীছড়ি উপজেলায় স্বাস্থ্য সেবা, পরিবার পরিকল্পনা সেবা, সাধারণ রোগের চিকিৎসা, প্যাথলজি সেবা, ইপিআই, রেফারেল ব্যবস্থা, যোগাযোগের মাধ্যমে আচরণগত পরিবর্তন, পুষ্ঠি ও জেন্ডার বিষয়ে সেবামূলক কার্যক্রম চলমান রয়েছে। আলোচ্য সময়ে অগ্রগতি ঃ

ক্র. নং	যে বিষয়ে কার্যক্রম সেবা (এএনসি ১ম থেকে ৪র্থ ভিজিট)	সুবিধাভোগী/গ্রাহকসংখ্যা	মন্তব্য
০১	মোট গর্ভবর্তী সেবা	৬২৮ জন	
০২	নিরাপদ প্রসব সেবা	৭৩ জন	
০৩	নিরাপদ প্রসব সেবা (রেফার)	০৯ জন	
০৪	গর্ভোত্তর সেবা (পিএনসি ১ম থেকে ৪র্থ ভিজিট)	২৫৬ জন	
০৫	সাধারণ সর্দি কাশি	৪৯৭ জন	
০৬	ডায়রিয়া	৪৪ জন	
০৭	প্রজনন তন্ত্রের সংক্রমণ চিকিৎসা	১১২ জন	
০৮	অন্যান্য পরিবার পরিকল্পনা সেবা	৪০ জন	
০৯	ইপিআই অংশগ্রহণ	২০ কেন্দ্র	
১০	সাধারণ রোগের চিকিৎসা	১৩১৯ জন	
	মোট সেবার পরিমাণ	২৯৭৮ জন	

২। Combating Early Marrige in Bangladesh (CEMB) ঃ এটি ১০ মাস (০৯মার্চ-৩১ডিসেম্বর/২০২২) পর্যন্ত দাতা সংস্থা প্লান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ এর অর্থায়নে (৫০,১৯,৮১৯/- টাকা) তিন পার্বত্য জেলা উন্নয়মূলক কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, শিশু অধিকার, শিশু সুরক্ষা নীতিমালা, জেন্ডার ও ন্যায্যতা, জেলা পর্যায়ে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ কমিটি গঠনের মাধ্যমে বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ করাই প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

দ্বি-মাসিক (আগস্ট-সেপ্টেম্বর/২০২২খ্রি.) অগ্রগতির প্রতিবেদন ৫ই অক্টোবর/২২খ্রি. তারিখের মধ্যে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

গ্রীন হিল, খাগড়াছড়ি।

২৩. <u>ইপসা- ইয়ং পাওয়ার ইন সোশ্যাল এ্যাকশন</u> ঃ উপস্থিত প্রতিনিধি জনাব খোকন চাকমা জানান, তাঁদের সংস্থা বর্তমানে ৩টি উন্নয়নমূলক প্রকল্প/কর্মসূচী চলমান রয়েছে। যথা- ১। ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (ইডিপি), ২। সমৃদ্ধি কর্মসূচী এবং ৩। শিক্ষা ও দক্ষতার মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামে মেয়ে শিশু ও নারীর ক্ষমতায়ন।

১। ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (ইডিপি) ঃ পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ এর অর্থায়নে প্রকল্পটি খাগড়াছড়ি সদর ও পানছড়ি উপজেলায় কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

আলোচ্য সময়ে প্রকল্পের অগ্রগতি ঃ

ক্র. নং	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	মন্তব্য
০১	সমিতি গঠন	০৭	০২	
০২	নতুন সদস্য ভর্তি	১৬০	২১০	
০৩	সঞ্চয় আদায়	২৪,৭০,০০০/-	৪৯,৪৭,৪৯১/-	
০৪	সঞ্চয় ফেরত	১৬,২০,০০০/-	৩৫,৭৬,৪৭২/-	
০৫	ঋণ বিতরণ	১,৬০,৫৫,০০০/-	২,৮৯,৬৮,০০০/-	
০৬	ঋণ আদায়	১,৯৫,১২,০০০/-	২,৪৪,৩৯,২৯৩/-	

২। সমৃদ্ধি কর্মসূচী ঃ এটি পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ এর অর্থায়নে ৩নং পানছড়ি সদর ইউনিয়নে পানছড়ি উপজেলায় দারিদ্রতা হ্রাস, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও পুষ্টি বিষয়ে উন্নয়ন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

ক্র. নং	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	মন্তব্য
০১	উঠান বৈঠক	১৪২	১৪০	
০২	স্ট্যাটিক ক্লিনিক	৩৫	৩৩	
০৩	স্বাস্থ্য ক্যাম্প	০২	০১	
০৪	ডায়াবেটিকস টেস্ট	২১৫	১৪০	

৩। শিক্ষা ও দক্ষতার মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামে মেয়ে শিশু ও নারীর ক্ষমতায়ন ঃ প্রকল্পটি খাগড়াছড়ি জেলার ৯টি উপজেলার ৩৮টি ইউনিয়নে গ্লোবাল এ্যাফেয়াস অব কানাডার অর্থায়নে ও ইউএনডিপির তত্ত্বাবধনে বাস্তবায়ন হচ্ছে। কিশোর-কিশোরীদের স্কুল থেকে ঝড়ে পড়ার হ্রাস, জেন্ডার বান্ধব শিক্ষার মান উন্নয়ন, জাতিগত সংখ্যালঘু, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য কর্মসংস্থান এবং ব্যবসার সুযোগ বৃদ্ধি করাই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

দ্বি-মাসিক (আগস্ট-সেপ্টেম্বর/২০২২খ্রি.) অগ্রগতির প্রতিবেদন ৫ই অক্টোবর/২২খ্রি. তারিখের মধ্যে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

ইপসা, পানছড়ি, খাগড়াছড়ি।

২৪ <u>তারুম ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন</u> ঃ তারুম ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন, রাঙ্গামাটি জেলা এনজিও বিষয়ক সমন্বয় সভায় অংশগ্রহণের জন্য চেয়ারম্যান, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ ও সভাপতি, জেলা এনজিও বিষয়ক সমন্বয় কমিটি আবেদন করেছেন। উক্ত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

সর্বসম্মতিক্রমে উক্ত এনজিও-কে খাগড়াছড়ি জেলার এনজিও বিষয়ক সমন্বয় সভায় অংশগ্রহণের অনুমোদন দেয়া হয়।

টিডিও, রাঙ্গামাটি।

২৫	প্রোগ্রেসিভ ঃ প্রোগ্রেসিভ, রাঙ্গামাটি মাসিক এনজিও সমন্বয় সভায় নিয়মিতভাবে উপস্থিত থকার বিষয়ে জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি বরাবর আবেদন করেছেন। যেহেতু জেলা এনজিও বিষয়ক সমন্বয় কমিটির সভাপতি পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, তাই উক্ত এনজিও-কে চেয়ারম্যান বরাবর পুনঃরায় আবেদন দাখিল করতে পরামর্শ প্রদান করা হয়।	চেয়ারম্যান, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ বরাবর প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সহ পুনঃরায় আবেদন দাখিল করতে পরামর্শ প্রদান করা হলো।	প্রোগ্রেসিভ, রাঙ্গামাটি।

বিবিধ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ

সভায় এনজিওসমূহের কার্যক্রম পরিচালনা ও বিভিন্ন সরকারি নির্দেশনা, ঋণ ও অন্যান্য মাসিক কার্যক্রম অগ্রগতির প্রতিবেদন, পরবর্তী সভা অনুষ্ঠান ও বিবিধ আলোচনা সংক্রান্ত বিষয় বিস্তারিতভাবে আলোচনার পর নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ-

১। আগামী সমন্বয় সভায় ইউনাইটেড পারপাস, খাগড়াছড়ি তাঁদের উন্নয়ন প্রকল্পের গৃহীত কার্যক্রমের উপর পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। যদি কোন কারণে ইউনাইটেড পারপাস, খাগড়াছড়ি প্রেজেন্টেশন করতে সম্ভবপর হয়ে না উঠে তখন আইডিএফ, খাগড়াছড়ি প্রেজেন্টেশন করবেন।

২। এনজিও সমূহকে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি অনুযায়ী ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করবেন এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত কোন কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না। যদি কোন এনজিও সংস্থা যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত কোন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

৩। এনজিওদের সাথে প্রতি ০২(দুই) দুই মাস অন্তর নিয়মিত জেলা এনজিও বিষয়ক সমন্বয় সভা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং দপ্তর প্রধানকে উপস্থিত থাকতে হবে।

৪। এনজিও সংস্থাদের উন্নয়ন প্রকল্প কার্যক্রমের স্বচ্ছতা বৃদ্ধির জন্য বার্ষিক প্রতিবেদন (জুন-জুলাই) অতিদ্রুত প্রস্তুত পূর্বক যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করতে হবে।

৫। সকল এনজিও সংস্থাদের উন্নয়মূলক কার্যক্রম সম্পাদনের পর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অডিট কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে এবং অডিট প্রতিবেদন যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করতে হবে।

৬। দাপ্তরিক কার্যক্রম দ্রুত গতিতে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে এনজিও বিষয়ক নোটিশ, প্রতিবেদন এবং অন্যান্য কার্যক্রম ইমেইলের মাধ্যমে আদান-প্রদান করতে হবে। এনজিও সমূহের দাপ্তরিক দ্বি-মাসিক প্রতিবেদন হার্ডকপি সরাসরি/ডাক যোগে এবং সফট কপি (এম. এস. ওয়ার্ড/SutonnyMJ ফন্টে) ই-মেইলের (atish.khdc@gmail.com) মাধ্যমে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদে এবং (adceduictkhagrachari@mopa.gov.bd) জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, খাগড়াছড়িতে প্রেরণ করতে হবে।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে এলাকার গণ-মানুষের উন্নয়নে অকৃত্রিমভাবে দায়িত্ব পালনের অনুরোধ জানান। যে সকল এনজিও দুর্গম এলাকায় দায়িত্ব পালন করছে তাঁদেরকে কাজের পারস্পরিক সমন্বয় এবং সহযোগিতার মাধ্যমে পরিচালনা করার পরামর্শ দেন। এনজিও গুলোর যেকোন কাজের কোন সমস্যা দেখা দিলে পরিষদকে অবহিত করার জন্যও সভাপতি পরামর্শ দেন। তিনি সকল এনজিও-কে স্বাস্থ্য বিধি মেনে কাজের স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা বজায় রাখার জন্য অনুরোধ জানান।

পরিশেষে সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

25/8/22

(মংসুইপ্রু চৌধুরী)
চেয়ারম্যান
পার্বত্য জেলা পরিষদ
ও
সভাপতি
জেলা এনজিও বিষয়ক সমন্বয় কমিটি
খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।

স্মারক নং-২৯.২৩৬.০১৯.৩৩.০১.০৩৭.২০১৩-১৬২৪

তারিখ- ২৯/০৮/২০২২খ্রি.

অনুলিপিঃ সদয় অবগতি /কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)।

১। চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।
২। সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। মহাপরিচালক, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
৪। অতিরিক্ত সচিব, সমন্বয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫। জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।

৬। উপসচিব, সমন্বয়-২, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৭। মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, পার্বত্য জেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।

৮। সার্কেল চীফ, মং সার্কেল, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।

৯। সিভিল সার্জন, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।

১০। নির্বাহী কর্মকর্তা, পার্বত্য জেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।

১১। নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগ, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।

১২-১৪। উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর/জেলা সমাজসেবা বিভাগ/পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।

১৫-২১। জেলা মৎস্য কর্মকর্তা/জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা/জেলা সমবায় কর্মকর্তা/উপপরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর/জেলা শিক্ষা অফিসার/জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার/জেলা প্রতিবন্ধী বিষয়ক কর্মকর্তা, প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।

২২। চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সহকারী, পার্বত্য জেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ি (চেয়ারম্যান মহোদয়ের সদয় জ্ঞাতার্থে)।

২৩। ....(এনজিও), খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।

২৪। সংশ্লিষ্ট কপি।

২০/০৮/২০২২

(গোলাম মো: বাতেন)
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি)
ও
সদস্য সচিব
জেলা এনজিও বিষয়ক সমন্বয় কমিটি
খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।